অধ্যায়-৫ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি ও তার অনুবাদ-২

বিন্যাসক্রম

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৫.২ পরিচিতি
৫.৩ ভাব ও বিষয়
৫.৩.১ মূল কবিতা
৫.৩.২ অনুবাদ
৫.৪. মৌলিকতা
৫.৫ মূলের প্রতি আনুগত্য
৫.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ
৫.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম
৫.৮ অতিরিক্ত পঠন
৫.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত
৫.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠে আপনি—

- সাহিত্যের রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- "কত অজানারে জানাইলে তুমি..." কবিতাটির মূল ভাব এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হবেন,
- 'গীতাঞ্জলি'-র মূল ও অনুবাদের মধ্যে যা পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- 'Gitanjali' গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত সম্পর্কে আপনারা অবগত হবেন।

৫.২ পরিচিতি

'Song Offerings' (গীতাঞ্জলি) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাংলায় লেখা কবিতার একটি ইংরেজি অনুবাদ সংকলন, যা ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় এবং এই বইটির জন্য তিনি ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি গীতাঞ্জলি (Song Offerings) গ্রন্থটি কিন্তু শুধুমাত্র বাংলা গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের কবিতার অনুবাদ নয়। বাংলা গীতাঞ্জলির মোট ১৫৭টি কবিতা থেকে শুধুমাত্র ৫৩টি কবিতা

সংকলিত হয়েছে ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে। বাকি কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের অন্য বিভিন্ন কাব্যসংকলন থেকে নেওয়া হয়েছে ।

পশ্চিমা পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই কবিতাগুলির অনুবাদ করেছিলেন, গদ্যের ঢঙ্গে। কবিতাগুলি সেইসময়ে ভারতীয় ভাবধারা ও দর্শনকে পাশ্চাত্যের কাছে নিয়ে গিয়েছিল যার মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এক সংযোগ-সেতু তৈরি হয়। এই সেতু তৈরি বা কবিতাগুলিকে এক বিশ্বজনীন আবেদনে সাজিয়ে তোলার লক্ষ্য মাথায় রেখেই কবি কবিতাগুলির রূপান্তর করেছেন আপন খেয়ালে, নতুন সৃষ্টির আনন্দে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চে মাসে অজিত কুমারকে একটা চিঠিতে কবি লেখেন: 'আমার কবিতাগুলি তর্জমা করতেই আমার সবচে' ভাল লাগে। একবারে নেশার মত চেপে ধরে। যে সব কবিতা একবার লিখেছি তাকে আর এক ভাষায় আবার লেখার মধ্যে খুব একটা রস পাওয়া যায়। আমার মনে হয় এ যেন বিবাহের পর বৌভাতের মত স্বামীর সঙ্গে বধূর মিলন হয়েই গেছে কিন্তু তার হাতের অন্ন যখন সকলে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করবে তখনই বর বধূর মিলনটা বিশ্বের ব্যাপার হয়ে উঠবে। ইংরেজির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য এবং গৌরব আছে, সেইটাকে অধিকার করে নবজন্ম লাভ করতে পারলে তবেই এ লেখাগুলি সার্থক হতে পারবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে লিখি বলেই আমি এই রচনায় নতুন আনন্দ পাই।'

৫.৩ ভাব ও বিষয়

"কত অজানারে জানাইলে তুমি" শুধু একটি কবিতা নয়, এটি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার এক অনবদ্য স্তোত্র। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মানুষ চিরকাল অজানাকে জানার অভিলাষে পথ চলে, আর এই জ্ঞান ও উপলব্ধির আনন্দই জীবনের প্রকৃত সম্পদ। কত অজানারে জানাইলে তুমি" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক অনন্য ভক্তিমূলক ও দার্শনিক কবিতা, যা ঈশ্বরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়ের প্রকাশ। এটি মূলত তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ এবং সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধির এক অপূর্ব নিদর্শন। কত অজানারে জানাইলে তুমি, 'কত ঘরে দিলে ঠাঁই / দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।' উপনিষদের বসুধৈব কুটুম্বকম অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জীব এক পরিবারভুক্ত এই দর্শনের প্রতিফলন কবিতার এই দুই ছত্রে যথার্থ প্রতিফলিত হয়েছে । পরকে আপন করে কাছে টেনে নেবার মধ্য দিয়ে এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের আবেদন ব্যঞ্জিত করে তোলেন কবি। কবি অনুভব করেন যে ঈশ্বর তাঁকে অসংখ্য অজানা জিনিস জানার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি যে জ্ঞান ও অনুভূতি লাভ করেছেন, তা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া সম্ভব হতো না। তাই কবি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। কবি উপলব্ধি করেন যে, মানুষের জীবন একটি শিখন প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু জানার সুযোগ মেলে। ঈশ্বর মানুষের মনকে জ্ঞানের আলোতে উদ্ভাসিত করেন এবং তাকে নতুন নতুন সত্যের সন্ধান দেন। কবি প্রকৃতি, মানবজীবন এবং আত্মার জগত সম্পর্কে ঈশ্বরের দান করা জ্ঞানের প্রতি বিস্মিত হন।

কবি এই কবিতায় জ্ঞানের পরিধি, নতুন আবিষ্কার এবং অজানা বিষয়গুলোর উন্মোচন সম্পর্কে তার ভাবনা প্রকাশ করেছেন। তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন সেই শক্তির প্রতি, যা মানুষকে অজানাকে জানা, অন্ধকার থেকে আলোতে আসার প্রেরণা দেয়। কবি মনে করেন, এই বিশ্বে অসংখ্য রহস্য লুকিয়ে

আছে, আর মানবজীবনের অন্যতম লক্ষ্য সেই অজানা বিষয়গুলোকে জানা ও বোঝা। কবিতাটিতে একজন সন্ধানী, অনুসন্ধিৎসু মনোভাবের প্রকাশ ঘটে, যেখানে জ্ঞানের আলোই অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করতে পারে। কবি এমন এক শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, যা মানুষের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটায় এবং তাকে নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়।

প্রতিটি নতুন উপলব্ধিই এক নতুন জগৎ উন্মোচন করে। কবি বুঝতে পারেন যে, তিনি যা কিছু শিখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন, তার সবই ঈশ্বরের অনুগ্রহের ফল। এই উপলব্ধি তাঁকে বিনম্র ও কৃতজ্ঞ করে তোলে। কবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বোঝাতে চান যে, প্রকৃত জীবনমানবের কাছে অজানাকে জানা, উপলব্ধি করা এবং তার মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই জীবনের অন্যতম লক্ষ্য।

৫.৩.১ মূল কবিতা

কত অজানারে জানাইলে তুমি,

কত ঘরে দিলে ঠাঁই--

দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,

পরকে করিলে ভাই॥

পুরানো আবাস ছেড়ে চলি যবে

মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,

নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন

সে কথা যে ভুলে যাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে

যখনি যেখানে লবে

চিরজনমের পরিচিত ওহে

তুমিই চিনাবে সবে।

তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,

নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ডর--

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ

দেখা যেন সদা পাই॥

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। "কত অজানারে জানাইলে তুমি" কবিতার ভাব ও বিষয় আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৫.৩.২ অনুবাদ

THOU hast made me known to friends
whom I knew not. Thou hast given
me seats in homes not my own. Thou
hast brought the distant near and
made a brother of the stranger.

I am uneasy at heart when I have to
leave my accustomed shelter; I forget
that there abides the old in the new,
and that there also thou abidest.

Through birth and death, in this
world or in others, wherever thou
leadest me it is thou, the same, the
one companion of my endless life who
ever linkest my heart with bonds of
joy to the unfamiliar.

When one knows thee, then alien
there is none, then no door is shut.
Oh, grant me my prayer that I may
never lose the bliss of the touch of the
one in the play of the many.

৫.৪ মৌলিকতা

অনুবাদে মৌলিকতার পরিসর অনেকটাই নির্ভর করে অনুবাদের পদ্ধতি, বিষয় এবং পাঠকের শ্রেণির ওপর।

আক্ষরিক অনুবাদের তুলনায় ভাবানুবাদে মৌলিকতার পরিসর অনেক বেশি প্রশস্ত থাকে । বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে। তাছাড়া মূল লেখক এবং অনুবাদক যদি এক ব্যক্তি হন তাহলে মূলানুগত্যের দায় অনেকটাই কম থাকে অনুবাদকের ওপর। অনুবাদক তখন তাঁর মূল পাঠটিকে নতুন করে সৃষ্টি করেন বর্জন পরিমার্জন পরিবর্ধনের পরিশীলিত ভারসাম্যে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আমি যখন আমার লেখা অনুবাদ করি, আমি নতুনতর চিন্তার প্রসার ঘটাই। ফলে শেষ পর্যন্ত সেই অনুবাদ প্রায় নতুন লেখা হয়ে ওঠে। মূল চিন্তা এক, কেবল দেখবার চোখ বদলে যায়'। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে " কত অজানারে জানাইলে তুমি" কবিতাটি অনুবাদের ক্ষেত্রে ।

বাংলার মূল কবিতাটি রচিত হয়েছে গীতিময় অন্ত্যমিলে। ভাব প্রকাশ করা হয়েছে ছোট ছোট বাক্যে যা ইংরেজি অনুবাদে অনুপস্থিত। যেমন, "কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই!" এই পংক্তিটি রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন "Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own."

এখানে মুল কবিতার ছন্দের ঝোঁক অনুসরণ করেননি তিনি । গদ্যে রূপান্তর করেছেন মূল ভাবের । রূপান্তরের এই গদ্যেও কিন্তু বাংলা কবিতার সহজবোধ্য অর্থ ব্যবহারের চলনটি অনুপস্থিত। অনুবাদে কিছুটা আর্চাইক (পুরাতন ধাঁচের) ইংরেজি ব্যবহার করা হয়েছে—"Thou hast", "abidest", "leadest" ইত্যাদি।

বাংলা কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট । কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা কবিতার ব্যঞ্জনার যে গভীরতা রয়েছে, ইংরেজি অনুবাদে সেই গভীরতা তেমন ভাবে ফুটে ওঠেনি। যেমন, "জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে" –র ইংরেজি অনুবাদ করেছেন কবি "Through birth and death, in this world or in others" অনুবাদ সঠিক হলেও "নিখিল ভুবন" (সমগ্র বিশ্ব) এর ব্যাপ্তি অনুবাদে অনেকটাই সীমিত ভাবে প্রকাশ হয়েছে। ঠিক একই বিষয় লক্ষ করা যায় আধ্যাত্মিকতার প্রকাশভঙ্গিতেও । ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশে ইংরেজি অনুবাদে কবি স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়েছেন । বাংলা কবিতায় সরাসরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা বলেছেন সেখানে ইংরেজি অনুবাদে ঈশ্বরকে জীবনযাত্রার একমাত্র সঙ্গী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মূল কবিতার সঙ্গে ভাবগত সাজুয্য থাকলেও , তবে প্রকাশভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ভাবগত সাজুয্য বজায় রেখে মূল বক্তব্যের ভিন্ন প্রকাশভঙ্গীর পাশাপাশি এই কবিতার অনুবাদে অতিরিক্ত কিছু ভাবনার সংযোজনও লক্ষ্য করা যায় । যেমন, বাংলার মূল কবিতায় পরিচিত থেকে অচেনা, অজানা থেকে জানা—এই বিষয়টি খুব সংক্ষিপ্ত এবং গভীরভাবে বলা হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদে এই বিষয়ের সঙ্গে কবি নতুন কিছু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত করেছেন। যেমন: "When one knows thee, then alien there is none, then no door is shut." ঈশ্বর-উপলব্ধির এই কথাটি মূল কবিতায় সরাসরি নেই। কিন্তু তবুও এই সংযোজনকে মূল ভাবের সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে

কারণ এখানে মূল কবিতার সেই ঈশ্বরের উপস্থিতি আভাসিত হয় যে ঈশ্বর এই কবিতার অন্যত্র জীবনযাত্রার সঙ্গী হিসেবে ব্যক্ত হয়েছেন । এই সম্প্রসারণের পাশাপাশি শেষ অনুচ্ছেদের অসম্পূর্ণতা বিষয়ও রয়েছে এই অনুবাদে। "সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ-দেখা যেন সদা পাই।" অনুবাদে "Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of the..." বাংলা কবিতায় কবির প্রার্থনা ব্যক্ত পরিসর অতিক্রম করে সমস্ত মানবজাতির প্রার্থনার সুর ফুটে উঠেছে যা অনুবাদে ব্যক্তি-স্বরে ধ্বনিত হয়েছে।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। "কত অজানারে জানাইলে তুমি" কবিতাটি অনুবাদের ক্ষেত্রে কীরূপ মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৫.৫ মূলের প্রতি আনুগত্য

ইংরেজি অনুবাদে কবিতার মূল যে ভাব এবং বিষয় অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণা ও দয়া, অজানাকে জানা, অপরিচিতের মাঝে পরিচিত সত্তার অনুভূতি এবং প্রার্থনার সুর —এইসমস্ত বিষয়ই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন,

ঈশ্বরের করুণা ও দয়া:

বাংলা কবিতায় যেমন বলা হয়েছে, "কত অজানারে জানাইলে তুমি", অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষের সামনে নতুন জগত উন্মোচন করেন, ইংরেজি অনুবাদেও ঠিক সেই ভাব বজায় রাখা হয়েছে: "Thou hast made me known to friends whom I knew not." মূল কবিতার মতো এখানেও ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে, যিনি মানুষের জীবনকে নানা রূপে পরিচালিত করেন। "Wherever thou leadest me it is thou, the same, the one companion of my endless life"—এই লাইনটি মূল কবিতার ভাবের সঙ্গে মিলে যায়, যেখানে কবি ঈশ্বরের সর্বব্যাপী সান্নিধ্যের কথা বলেছেন।

অপরিচিতকে আপন করে তোলা

বাংলায় যেখানে পরকে আপন করে কাছে টেনে নেবার কথা বলা হয়েছে এভাবে-"।

"...কত ঘরে দিলে ঠাঁই--
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই"

সেখানে ইংরেজিতে এটি এসেছে: "Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger." উভয় কবিতার ভাবগত মিল পরিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে মূল ভাব ধরে রাখলেও কিছু রূপান্তর ও নতুন ব্যাখ্যা যোগ করেছেন। বাংলা কবিতার সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অনুভূতিকে ইংরেজিতে বোঝাতে কিছু নতুন বাক্য ও প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। তবে মূল কৃতজ্ঞতাবোধ,

ঈশ্বরের সর্বব্যাপী সান্নিধ্য, এবং অপরিচিতকে আপন করে তোলার ভাব একই আছে। মূল কবিতাটি ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যিনি দূরকে নিকট করেছেন, অপরিচিতকে বন্ধু করেছেন। ইংরেজি অনুবাদেও এই বিষয়টি রক্ষা করা হয়েছে।

অপরিচিতের মাঝে পরিচিত সত্তার অনুভূতি:

মূল বাংলা কবিতায় কবি লিখেছেন, "নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন সে কথা যে ভুলে যাই।" এই পংক্তিটি তিনি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন এইভাবে : "I forget that there abides the old in the new, and that there also thou abidest." মূল ভাবের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য রক্ষা করা হয়েছে।

প্রার্থনার সুর:

বাংলা কবিতায় "নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন, চিরজনমের পরিচিত ওহে/ তুমিই চিনাবে সবে, সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ / দেখা যেন সদা পাই"- এই শব্দবন্ধে এবং ইংরেজি

"When one knows thee, then alien

there is none, then no door is shut.

Oh, grant me my prayer that I may

never lose the bliss of the touch of the

one in the play of the many."

অনুবাদে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং সমর্পণের সুর স্পষ্ট। চেনা অচেনা প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধির প্রার্থনা ফুটে উঠেছে ।

সব মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে এই অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিজস্ব অনুবাদের একটি উদাহরণ হতে পারে, যেখানে তিনি মূল কবিতার ভাব বজায় রেখেছেন কিন্তু ইংরেজির রীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কিছু শব্দ ও কাঠামো পরিবর্তন করেছেন। অনুবাদের কিছু জায়গায় মূলের ভাব যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে ঠিকই , কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা সংক্ষেপে বা ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে, বাংলা কবিতার অন্তর্নিহিত আবেগ ও সহজিয়া ভাষার যে সৌন্দর্য, সেটি অনুবাদে পুরোপুরি ধরা পড়েনি।

৫.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

"কত অজানারে জানাইলে তুমি..." কবিতাটির মূল ভাব এবং বিষয়বস্তু আলোচনা হয়েছে। এছাড়াও 'গীতাঞ্জলি'-র মূল ও অনুবাদের মধ্যে যা পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সর্বোপরি 'Gitanjali' গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত তুলে ধরা হয়েছে।

৫.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- সাহিত্যের রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন।
- "কত অজানারে জানাইলে তুমি..." কবিতাটির মূল ভাব এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছেন।
- 'গীতাঞ্জলি'-র মূল ও অনুবাদের মধ্যে যা পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছেন।
- 'Gitanjali' গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত সম্পর্কে আপনারা অবগত হয়েছেন।

৫.৮ অতিরিক্ত পঠন

- Tagore, Rabindranath(2012), Gitanjali; New Delhi : General Press
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৪১); গীতাঞ্জলি; ঢাকা : জয় প্রকাশন
- চক্রবর্তী, সুমিতা (২০০০); অনুবাদের তত্ত্ব আনুবাদকের মন; কলকাতা : আশাদীপ

৫.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। "কত অজানারে জানাইলে তুমি" শুধু একটি কবিতা নয়, এটি ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার এক অনবদ্য স্তোত্র। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মানুষ চিরকাল অজানাকে জানার অভিলাষে পথ চলে, আর এই জ্ঞান ও উপলব্ধির আনন্দই জীবনের প্রকৃত সম্পদ।..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৩ অংশ)

২। অনুবাদে মৌলিকতার পরিসর অনেকটাই নির্ভর করে অনুবাদের পদ্ধতি , বিষয় এবং পাঠকের শ্রেণির ওপর। আক্ষরিক অনুবাদের তুলনায় ভাবানুবাদে মৌলিকতার পরিসর অনেক বেশি প্রশস্ত থাকে। বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে । তাছাড়া মূল লেখক এবং অনুবাদক যদি এক ব্যক্তি হন তাহলে মূলানুগত্যের দায় অনেকটাই কম থাকে অনুবাদকের ওপর। ..... এই ভাবে উত্তরটি সাজিয়ে লিখুন। (দ্রষ্টব্য ৫.৪ অংশ)

৫.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। "কত অজানারে জানাইলে তুমি..." কবিতাটির মূল ভাব এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। 'গীতাঞ্জলি'-র মূল ও অনুবাদের মধ্যে যা পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। 'Gitanjali' গ্রন্থটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত সম্পর্কে আপনারা ব্যক্ত করুন।

*** *** ***